তারিখ ...17 JUL 1985...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

সংবাদ ... ৬ 003

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার, ১লা শ্রাবণ, ১৩৯২

গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউটের সমস্যা

উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে সত্যিকার সেবার সুযোগ যে কিভাবে নষ্ট হয় তার এক নজির হয়ে আছে দেশের একমাত্র গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউট। মুদ্রণ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানটি নানা অব্যবস্থার কারণে কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে সক্ষম হয়নি। অভাব রয়েছে দক্ষ ব্যবস্থাপনার, প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও সাজ-সরঞ্জামের। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ দিকটি উল্লিখিত হয়েছে। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার সময় যে সব বিষয়ে ডিপ্লোমা দেয়ার কথা ছিল কেবলমাত্র দু'টি ছাড়া অন্যগুলোতে সে ব্যবস্থা এ পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষকের অভাব শিক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রয়োজন যেখানে ৫জন 'চীফ ইনষ্ট্রাক্টরের, সেখানটায় এখন ১জনও নেই। ৮ জন ইনষ্ট্রাক্টরের জায়গায় রয়েছে মাত্র ৪ জন। শিক্ষাদানের কাজটি যে এরপরে কেমন চলছে তা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। প্রতি বছর একশ'র মত ছাত্র ভর্তির সুযোগ থাকলেও ভর্তি করা হচ্ছে নাকি ৫০ জন করে। পাঁচশ' ছাত্র এরমধ্যে হয়ত শিক্ষা শেষ করতে পারতো। কিন্তু পাস করে বেরিয়েছে মাত্র ১শ' ৮২ জন। সহজ কথা, প্রতিষ্ঠানটির সুযোগ পূর্ণমাত্রায় ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার এযাবৎ সম্ভব হয়নি।

ত্রুটির দিকগুলো একেবারে অজানা নয়। সবার ওপরে বাস্তব সমস্যা হয়ে রয়েছে টাকার সংস্থানের দিকটি। সাজ-সরঞ্জামের জন্যে যে টাকা এখন বরাদ্দ হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয়েছে যে, হাতে-কলমে কাজ শেখার উপকরণ সংগ্রহের জন্যে যেখানে ১৯৬৭ সালেই বরাদ্দ ছিল ৫০ হাজার টাকা, মুদ্রণ উপকরণের দাম কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখনো জন্যে প্রতি বছর বরাদ্দ হচ্ছে সেই একই [illegible]। এ ঔদাসীন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের সম্ভাবনা যে কিভাবে ক্ষুণ্ন করছে তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না।

মুদ্রণ শিল্পে বিশ্ব আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমাদের দেশেও প্রবর্তন হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতি, কিন্তু তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের জন্যে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। এ অভাব পূরণে গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউটের মত প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। টাকার অভাব এক্ষেত্রে সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। দেশের মুদ্রণ শিল্পকে আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ করার জন্যে এ প্রতিষ্ঠানের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা বিবেচনায় রেখে এর সার্বিক উন্নয়নের জন্যে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। টাকার সংকট দূর করতে বাণিজ্যিকভাবে মুদ্রণের কিছু কাজ করার সুযোগ নাকি সেখানে আছে। সে সুযোগ কাজে খাটিয়ে চলতি ব্যয় কিছুটা মেটানো যেতে পারে। তার চেষ্টাও করা দরকার। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির আধুনিকীকরণের জন্য যে বিপুল বিনিয়োগ দরকার তা সরকারকেই যোগাতে হবে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত প্রযুক্তির সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ যাতে শিক্ষার্থীরা পেতে পারে সেজন্যে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি চাই আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের সংযোজন। পাঠ্যক্রম প্রণয়নে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ ও সহযোগিতার মূল্য অনস্বীকার্য। উন্নয়নের স্বার্থে সেদিকটায় বাধার কোন কারণ থাকতে পারে না। সাজ-সরঞ্জামের ব্যাপারে প্রধান সমস্যার কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। টাকার অভাবে 'ফটো টাইপ সেটার' সংগ্রহ নাকি সম্ভব হয়নি। উপকরণের এ দৈন্য রেখে আধুনিক প্রযুক্তির প্রশিক্ষণের সুযোগ কি থাকছে? যুগোপযোগী শিক্ষার উপযুক্ত করে প্রতিষ্ঠানটি যাতে গড়ে উঠতে পারে সেজন্যে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ উদ্যোগ নিতেই আমরা বলবো।